মাসিক

দুদক বার্তা

৮ম বর্ষ | ২৯তম সংখ্যা | জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ | শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

www.acc.org.bd

এক নজরে

- সম্পাদকীয়
- গণশুনানি
- গ্রেফতার
- হটলাইনভিত্তিক অভিযান
- বিচার ও দণ্ড
- উল্লেখযোগ্য মামলা
- সভা

যোগাযোগ

নির্বাহী সম্পাদক

দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়

১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

৯৩৫৩০০৪-৮

info@acc.org.bd

www.acc.org.bd

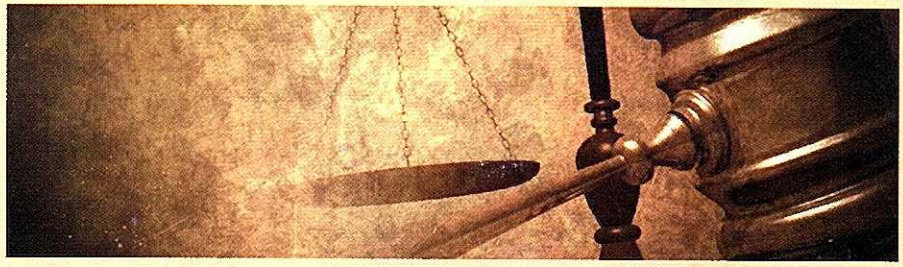

Like us on Facebook

facebook.com/acc.org.bd

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা তাৎক্ষণিক দমন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ চালু করে। দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এর নেতৃত্বাধীন কমিশন দুর্নীতির প্রতিরোধে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হটলাইনটি চালু হওয়ার প্রথম সপ্তাহেই প্রায় ৭৫ হাজার ফোন কল আসায়-দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ নিয়ে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে ব্যাপক সংবাদ প্রচার পায়।

কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এ অভিযোগ জানানোর এ ধারা অব্যহত রয়েছে। কমিশনের আইসিটি শাখার হিসাব অনুযায়ী বিগত দুই বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই হতে ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬-এ ফোন কল এসেছে প্রায় ৩১ লক্ষ। এ হিসেবে প্রতিটি কার্য দিবসে গড়ে ফোন কল এসেছে প্রায় ৬৫০০ এর মতো। কমিশনের পাঁচজন কর্মকর্তা পালাক্রমে প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর সকাল ০৯ থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে এসব ফোন কল রিসিভ করছেন। কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম ডিজিটালি মনিটরিং করা হচ্ছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অভিযোগ কেন্দ্রটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। অনেক অভিযোগকারীই দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগ যেমন ব্যক্তিগত বিরোধ, যৌতুক, বিদ্যালয়ে পাঠদানে গাফিলতি, পারিবরিক বিরোধ, সামাজিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করে থাকেন। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে এই কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ যেমন লিপিবদ্ধ করছেন, তেমনি তফসিল বহির্ভূত অপরাধের বিষয়ে অভিযোগকারীর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করছেন। তবে কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সীমিত।

অভিযোগকারী সম্মানিত নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ কমিশন সাধারণত নিম্নোক্ত অপরাধসমূহের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ঃ

সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ)/উপঢৌকন গ্রহণ; সরকারি কর্মচারী/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো যে কোনো ব্যক্তির অবৈধভাবে নিজ নামে/বে-নামে সম্পদ অর্জন; সরকারি অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন; সরকারি কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা/বাণিজ্য পরিচালনা; সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা; কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধন কল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য করণ; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী/ব্যাংকার কর্তৃক জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণা ইত্যাদি ■

গণশুনানি

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০৭টি	লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট; গঙ্গাচড়া, রংপুর; গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা; পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়; মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর; তজুমুদ্দিন, ভোলা; মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার ইত্যাদি।

গ্রেফতার

দুদক বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় জুলাই/২০১৯ মাসে ০৩ (তিন)জনকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শাহ মোঃ সদরুল আলম, সহকারী পরিচালক (নিরীক্ষা ও বাজেট), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা	আসামি শাহ মোঃ সদরুল আলম, এফ, আর টাওয়ার এর অবৈধভাবে নির্মিত ২০-২২ তলার স্পেসগুলো বন্ধক রাখার জন্য বেআইনিভাবে অনুমতি প্রদানের অভিযোগ।
(১) স.ম. আসাদুজ্জামান ফেরদৌস, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সেটেলমেন্ট অফিস, সদর, দিনাজপুর ও (২) মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রসেস সার্ভেয়ার।	জনৈক মোঃ শাহীন দিনাজপুর সদর উপজেলার উলিপুর মৌজার ০.৬৫ একর সম্পত্তি পর্চা সংশোধনের জন্য ৩১ ধারার ৩৮৩২/১৪ নং আপীল দায়ের করেন এবং উক্ত আপীল মামলার পক্ষে রায় পেতে হলে স.ম. আসাদুজ্জামান ফেরদৌস, আপত্তি/আপীল অফিসার, সেটেলমেন্ট অফিস, সদর, দিনাজপুর ও প্রসেস সার্ভেয়ার মোঃ শহিদুল ইসলাম ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঘুষ দাবি করেন, অন্যথায় অভিযোগকারীর প্রতিপক্ষের নামে রেকর্ড করে দিবেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী মোঃ শাহীন নিরূপায় হয়ে স.ম. আসাদুজ্জামান ফেরদৌস ও মোঃ শহিদুল ইসলাম-কে ঘুষ প্রদানপূর্বক হাতে নাতে ধরিয়ে দেয়ার জন্য কমিশনে আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দুদক টিম কমিশনের অনুমোদনক্রমে উক্ত ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে আসামিদের ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঘুষসহ হাতে-নাতে গ্রেফতার করেন।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
২৪৪টি	ভূমি ঃ ডিসি অফিসের এল.এ শাখা; ডিসি অফিসের রেকর্ড রুম; এসি (ল্যান্ড) অফিস; সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; ইউনিয়ন ভূমি/তহসিল অফিস; জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস; রাজউক; জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য ঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর; সিভিল সার্জন অফিস; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; সদর হাসপাতাল; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। খাদ্য ঃ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইসটিটিউশন (বিএসটিআই); উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; এল.এস.ডি খাদ্য গুদাম। অর্থ ঃ জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়; আঞ্চলিক আয়কর অফিস; অডিট অফিস,; কাস্টমস; সঞ্চয় অধিদপ্তর; ব্যাংক। মৎস, কৃষি ও পশুসম্পদ ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; মৎস্য অধিদপ্তর; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য।

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

জুলাই মাসে ২৮টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ আব্দুস সালাম খান, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল, ঢাকাসহ ২ জন।	আসামি মোঃ আব্দুস সালাম খান-কে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০,৫৯,৫৩,৫১৬/- টাকার দ্বিগুন ৪১,১৯,০৭,০৩২/- টাকা জরিমানা প্রদান।
মোঃ হারুন অর রশীদ, প্রাক্তন হিসাব তত্ত্বাবধায়ক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ঢাকাসহ ৫ জন।	আসামি (১) হারুন অর রশিদ (২) এম. এস. টি চৌধুরী ও (৩) মোঃ জিন্নাহকে ০৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা, (৪) আসামি এম. এ. রবকে ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১৫ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান।
আমিনুল হক সিদ্দিকী, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডিসহ ৩ জন।	আসামি (১) আমিনুল হক সিদ্দিকীকে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৯ কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের কারাদণ্ড, (২) নুর উদ্দিন আহম্মেদকে ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের কারাদণ্ড।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন জুলাই মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৪৭টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ডা. তওহীদুর রহমান, সাবেক সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা ও অন্যান্য ০৮ জন।	সাতক্ষীরা সদর হাসপালসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে যন্ত্রপাতির জন্য কোন ধরনের চাহিদাপত্র না থাকা সত্ত্বেও মিথ্যাভাবে জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহার-পূর্বক দরপত্র আহ্বান করে ০৩টি মিথ্যা বিলের বিপরীতে মোট ১৬,৬১,৩১,৮২৭/- টাকার বিল প্রস্তুত করে হিসাব রক্ষণ অফিসের মাধ্যমে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
মোঃ আতিয়ার রহমান, স্বত্বাধিকারী মেসার্স রহমান সাইকেল ষ্টোর, যশোর।	প্রিমিয়ার ব্যাংক, যশোর শাখা হতে হাইপোথিকেটেড ঋণ বাবদ ২,৫০,০০,০০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ।
সাকিব হাসান হায়দার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল-ফাহাদ টিকেটিং এন্ড মেডিকেল টুরিজম লিঃ, ঢাকা ও অন্যান্য ৫জন।	জমি মর্টগেজ দিয়ে এবং ব্যাংক কর্তৃক উক্ত জমির অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে ঋণের আসল ৪.৬৮ কোটি টাকা (সুদসহ ৫.৪৩ কোটি) টাকা আত্মসাৎ।

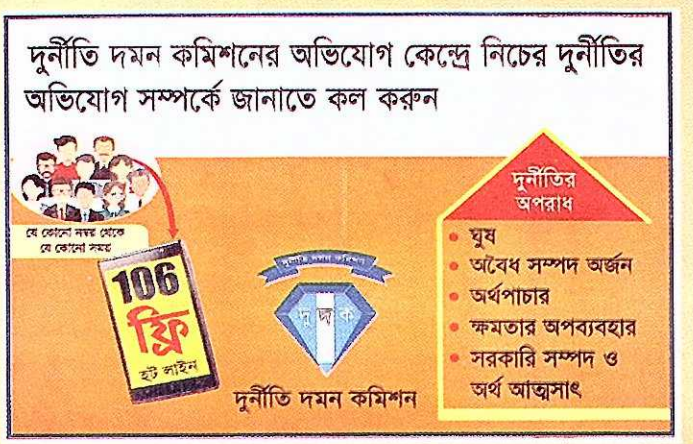

সভা-গণশুনানি-অভিযান কর্মসূচি

বিদেশি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে কথা বলছেন
দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

লালমনিরহাট গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার এ.এফ.এম. আমিনুল ইসলাম।

বরগুনায় গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

বগুড়া গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক মহাপরিচালক সারোয়ার মাহমুদ খান।

অনুসন্ধান ও তদন্ত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৯ এ সনদপত্র
প্রদান করেন দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত।

দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।